১৫ ৫০

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...22 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১ ...

মেধাবী ছাত্রদের সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে

চারটি শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে গত বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষার বিভিন্ন শাখায় শীর্ষস্থান লাভকারী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মঙ্গলবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। ভাল ফলাফলের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের এই সংবর্ধনা দেয়া হয়।

তরুণ শিক্ষার্থীদের এই প্রাণবন্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। খবর বাসস'র। প্রধানমন্ত্রী তার সংক্ষিপ্ত প্রেরণামূলক ভাষণের পর ৪৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেককে একের পর এক সনদপত্র দেন এবং তাদের চমৎকার ফলাফলের প্রশংসা করেন।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সংবর্ধনার আয়োজক ছিল শিক্ষামন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী সাফল্যের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের এবং তাদের অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দীন সরকার এবং শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হকও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জাতির গৌরব আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের এই কৃতিত্ব দেশের অন্যান্য নতুন শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে আরো সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং জাতীয় জীবনে অবদান রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিকে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান আহরণের আহ্বান জানান। তিনি জাতীয় অগ্রগতিতে মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অবদান রাখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'জাতি তোমাদের কাছে অনেক আশা করে। ভবিষ্যতে তোমাদের ওপরই দেশ চালানোর দায়িত্ব ন্যস্ত হবে।'

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'আমাদের জন্য একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে।' প্রধানমন্ত্রী দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে কার্যকর জনশক্তিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যহওয়া উচিত— জ্ঞান অর্জন, শুধু পরীক্ষায় পাসের মাধ্যমে সনদপত্র লাভ নয়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেহেতু জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই তাই তার সরকার

(৮-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) **একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা**

শিক্ষার উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, গণশিক্ষা অভিযান এবং মেয়েদের জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, এই সব কর্মসূচী প্রবর্তনের ফলে স্কুলে যেমন উপস্থিতির হার বেড়েছে তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ছেড়ে যাওয়ার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা যেন কোন প্রকারেই বিঘ্নিত না হয় সে দিকে আমাদের সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত। তিনি দেশের ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখায় সহায়তার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।